ছাগুরামকাব্য

মুখফোড়

সূচীপত্র

Suggested eBook Reader

EPUB Readers 📖

◈ Android ◈

Lithum

Moon+ Reader (Supports MOBI formats also)

◈ Desktop ◈

Calibre

◈ Apple ◈

iBooks

◈ Contributor ◈

This ebook is auto generated using python. Some parts may be broken. If you find such please improve and submit or report to Tele Boi.

◈ Disclaimer ◈

⚠️

ছাগুরামকাব্য ০১ : যাজাকুল্লা খাইর

মুখফোড়

(ছাগুরামের ভাষ্য রপ্ত করা দরিদ্র মুখফোড়ের জন্য দুঃসাধ্য। তবুও গরীবের এই সামান্য কোশেশ ...।)

ছাগুরাম জড়োসড়ো গোবেচারা নহে
যাহাই উচিত বলে মনে করে, কহে।
বুঝুক বা না বুঝুক, বক্তব্যে সে বীর
সঙ্গে হানে ঘনঘন রেফারেনসে তীর।
লক্ষবস্তু ভেদ নয়, বাণনিক্ষেপে পটু
মাঝে মাঝে ঘন ঘন ব্যা ব্যা করে কটু।
কাঁঠালপাতার তাপে আস্ফালিয়া ওঠে
এলিপসিসে পুষ্ট পত্রে অগ্নিধারা ছোটে।
তিন বাহুতে পেশী ঝলকে, বুঝি দেবে মাইর!
শেষ মুহূর্তে সামলে বলে, যাজাকুল্লা খাইর।

ছিলো ছাগু নির্বিরোধী, পনসপূজারী
পাতা খেয়ে লতা খেয়ে ফূর্তি ছিলো ভারি।
লাদি ছাড়ে গুটি গুটি ধন্বন্তরী বড়ি ...
কবিরাজি পাতা খেয়ে বায়ু গেলো চড়ি।
হঠাৎ ক্ষেপিয়া শেষে ব্লগে হানে বাজ
ভিন্নমতাবলম্বীরে দেখে নোবো আজ।
জানি না বুঝি না তাতে কী হয়েছে, ধিক,
আমি যাহা বিশ্বাস করি, তাহা শুধু ঠিক।
না পারি বিতর্ক, তবু গলে আছে জোর

কুতর্কে আবদ্ধ হতে দ্বিধা নেই মোর।
যুক্তির বদলে দেবো উদ্ধৃতি দুইচাইর,
আগে পিছে বলে নোবো, যাজাকুল্লা খাইর।

এমত বিশ্বাসে ছাগু নিত্য দ্বন্দ্বে রত
সহজসরল লোকে গুঁতা খাইলো কত।
রাশি রাশি মন্তব্য বা গাদা গাদা ল্যাখা
ছাগুরাম চলে কভু সোজা কভু ব্যাঁকা।
বন্ধুসাথী জুটিয়াছে ছাগাপাঁঠী বহু
অপূর্ব বাহিনী তাহা, বর্ণনে কী কহুঁ?
ব্লগলাদ্যে বাংলাপাড়া বিপর্যস্ত প্রায়
ম্যা ম্যা শুনে লোকে কাঁদে, ছাগুরাম যায়।
ছাগুর দাপটে সবে অন্দরমহলে
চুপিসাড়ে বসি যতো কটূবাক্য বলে।
ছাগুদল হামলে চলে ভিতরবাইর
বলো সবে মহামন্ত্র, যাজাকুল্লা খাইর।

লিখেছেন মুখফোড় (তারিখ: বুধ, ৩১/০৫/২০০৬ - ৩:৫২অপরাহ্ন)

ছাগুরামকাব্য ০২ ঃ নোয়া ছাগুরাম

মুখফোড়

না জানি কি প্লাবনের শঙ্কা
বুকে জ্বলে রাবণের লঙ্কা
তাই বুঝি ব্লগে বাজে ডঙ্কা
"নায়ে ওঠো নায়ে ওঠো ছাগুদল।"

গ্রুপ খুলি ইয়াহুর মাঝারে
যোগ দাও দলে দলে হাজারে
এ সুযোগ দিও নাকো কাজা রে
"নায়ে ওঠো নায়ে ওঠো ছাগুদল।"

ছাগুরাম এ যুগের নোয়া যে
সাথী তার কত শত ওয়া যে
জেহাদি জোশের লাগে ছোঁয়া যে,
"নায়ে ওঠো নায়ে ওঠো ছাগুদল।"

যূথচারী ছাগলের বিপ্লব
এ যুগেই, এ ব্লগেই সম্ভব
ছাগুরাম ছাগাদের গৌরব
"নায়ে ওঠো নায়ে ওঠো ছাগুদল।"

মডারেটু কে কে হবে নাম দাও
আগে তবে ছাগুয়াকে পাম দাও
কিঞ্চিৎ তাকে আজি দাম দাও
"নায়ে ওঠো নায়ে ওঠো ছাগুদল।"

নতুন পথিক কেউ ঢুকিলে
ছাগুদের সুরে বাঁশি ফুঁকিলে
ডাক দিবে ছাগুদের উকিলে
"নায়ে ওঠো নায়ে ওঠো ছাগুদল।"

পাল বেঁধে ছাগলামো করে যাও
নায়ে চড়ে এইবেলা তরে যাও
ঘাসপাতা মুখে দিয়ে চরে যাও
"নায়ে ওঠো নায়ে ওঠো ছাগুদল।"

[যাজাকুল্লা খাইর!]

লিখেছেন মুখফোড় (তারিখ: রবি, ০৪/০৬/২০০৬ - ১২:৩৪পূর্বাহ্ন)

ছাগুরাম কাব্য ০৩ ঃ মম ললাটে রুদ্র ছাগুরাম জ্বলে, জ্বলে রে!

মুখফোড়

সামহোয়্যার ইন নীড়পাতা ওঠে কাঁপি
কাহার চারণে ব্লগতলে দাপাদাপি?
জায়গা জোটে না, তাই করে চাপাচাপি।
নীড়পাতা বলে, বলে রে
মম ললাটে রুদ্র ছাগুরাম জ্বলে, জ্বলে রে!

কী যে ম্যাৎকারে মুখর করিয়া ব্লগদেশ
বকরিস্তানি ছাগুরাম ঝাড়ে উপদেশ
বোঁটকা লাদিতে ছারখার করে প্রতিবেশ।
নীড়পাতা বলে, বলে রে
মম ললাটে রুদ্র ছাগুরাম জ্বলে, জ্বলে রে!

ধর্ম সমাজ পরিবার আর ডারউইন
নেড়েচেড়ে দেখে বীর ছাগুরাম গাঁঢ়উইন
গুরুগুরু ঝাড়ে শেষ কথা ব্যাটা ভাঁড়উইন।
নীড়পাতা বলে, বলে রে
মম ললাটে রুদ্র ছাগুরাম জ্বলে, জ্বলে রে!

কালে কালে ভালে কত কী জ্বলিবে আহা রে
নীড়পাতা ওঠে শিউরে এসব বাহারে
দুঃখের কথা বলিবে সে বলো কাহারে?

নীড়পাতা বলে, বলে রে
মম ললাটে রুদ্র ছাগুরাম জ্বলে, জ্বলে রে!

লিখেছেন মুখফোড় (তারিখ: মঙ্গল, ০৬/০৬/২০০৬ - ৮:০০অপরাহ্ন)

ছাগুরামকাব্য ০৪ ঃ সারারাত জাগে ছাগু মহা পপুলার

মুখফোড়

সারারাত জাগে ছাগু মহা পপুলার।
সম্মুখে হরতাল
আজ আর কাল
বাসায় কাঁঠাল-
এর পাতা জড়ো করে খায়
আনমনে চাবায়
লাদি ছাড়ে ব্লগে
লগে লগে
যোগ করে টীকা
"নয় অহমিকা
নয় মোর হৃদয়ের ভার।
আমি মহা পপুলার।"

একাকী মুর্শেদে
হুমকি হানে গিয়ে সেধে সেধে
তার মতো আর ছাগাপাঁঠা যত গংটং বেঁধে
হামলা করিলে এই ব্লগে
লগে লগে
মানবের ব্লগানোর দিন শেষ হবে
তাতে সন্দেহ তো নাই। তবে
ওরূপ কুকর্মে তার স্পৃহা
নেই। তাতে ভীষণ অনীহা।
কিন্তু হুমকি মিছে কিছু নয়

নয় কোন বিপন্ন বিস্ময়
যত রাজ্যে ছাগাপাঁঠাদলে
জিজ্ঞাসিলে বলে
"ছাগুরাম? ঐ ব্যাটা ভাঁড়?
সে যে মস্তপপুলার!"

সারারাত ...
জাগে ... ছাগু ...
মহা পপুলার ...!

লিখেছেন মুখফোড় (তারিখ: মঙ্গল, ১৩/০৬/২০০৬ - ৭:২৫পূর্বাহ্ন)

ছাগুরামকাব্য ০৫ ঃ যাস্ট ইগনোর!

মুখফোড়

ছাগুরাম কহে তার সিনা উঁচু করি
"মানবেরে আমি নাহি ডরি।
আছে মোর সাথী এক দিগদার
নাম তার শিম্পাঞ্জিকদার
দুইজনে মিলি মোরা রুখিবো এদেরে
দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম, দেড়ে দেড়ে দেড়ে।
ভয় নাই কোন বাধা বিঘনর ...
তাই বলি ছাগুদলে, বলি ছাগুদলে, যাস্ট ইগনোর!"

"করিয়াছি কত কালা তালিকা
জুটায়েছি মাথামোটা বালিকা
তাহারাও মোর সাথে ম্যা ম্যা সুর ধরে
করে কত লাফঝাঁপ তর্জন
করে বর্জন
ম্যা ম্যা গর্জন
অধপাতে যাক যত নরজন
কায়েম করিবো ছাগুতন্ত্র
এই মন্ত্র
পড়ে যাই গুজগুজগুজ
আমি দ্বিরাধিক ভূজ।"

এই বলে ছাগুরাম চলে যায় লাশ্চে
শিম্পাঞ্জিকদার তাই বসে কানছে।

লিখেছেন মুখফোড় (তারিখ: বুধ, ১৪/০৬/২০০৬ - ৮:১১অপরাহ্ন)

ছাগুরামকাব্য ০৬ ঃ বিদ্যা তাহার বাইয়া পড়ে

মুখফোড়

হাঁ!
বিদ্যা তাহার বাইয়া পড়ে
বড়ির সাথে সাথে
হাঁ ভাই, বড়ির সাথে সাথে
বাইয়া পড়ে চুঁইয়া পড়ে
জ্ঞানের ভারে নুইয়া পড়ে
ছাগুরামের বিদ্যা যোগান দেয় যে কাঁঠাল পাতে ...

মস্ত বিদ্যা ভয়ঙ্করী
হাঁটার তালে দুলতে থাকে দুলতে থাকে
ঝুলতে থাকে
জ্ঞানের ভারে, ভীষণ ভারে ঝুলতে থাকে
হাঁ ভাই ঝুলতে থাকে

ভারতপ্রেমী রামছাগুরাম ফুলতে থাকে
বিদ্যা খেয়ে ফুলতে থাকে
আইআরসিতে গেট্টুগেদার
দাওয়াত সেথা ফরজ যে তার
শালকাঁঠালের পাতায় মাখা বিরিয়ানির ডালডা খেয়ে ঢুলতে থাকে
হায় ছাগুরাম বিদ্যাভরা প্রকোষ্ঠদ্বার খুলতে থাকে

ছড়ছড়িয়ে
বড়ির সাথে

বেরিয়ে আসে বিদ্যা বিদ্যা মস্ত বিদ্যা

ছ্যাবলা যত ভ্যাবলা ফ্লাডার বিদ্যাস্রোতে যায় ভেসে যায়
তাই না দেখে ছাগছাগুরাম যায় হেসে যায়
গেট্টুগেদার যায় খেয়ে যায়
উঁচিয়ে তাহার তিনটি বাহু
চেঁচিয়ে বলে আয় ইয়াহু
আয় গ্রুপে আয় গেট্টুগেদার করবো সবে
বিদ্যাথলি দুলিয়ে ছাগু
টপটপাটপ করছে হাগু
মস্ত বিদ্যা
ভয়ঙ্করী
বোঁটকা গন্ধে
সামহোয়্যার ইন
যায় ভেসে যায়

বিদ্যা তাহার বাইয়া পড়ে
বড়ির সাথে আইয়া পড়ে
যায় ভেসে যায়
মূর্খ যত নাস্তিবাদী শাস্তি পেয়ে হাপুস কেঁদে যায় কেঁদে যায়
ছাগছাগুরাম বিদ্যাযুক্ত শক্ত বড়ি যায় লেদে যায় ...

লিখেছেন মুখফোড় (তারিখ: বিষ্যুদ, ২১/০৯/২০০৬ - ৭:৪৯অপরাহ্ন)

ছাগুরামকাব্য ০৭ : নতুনদের জন্য ছাগুরামকণিকা

মুখফোড়

অনেকে নতুন, তাই জানে না

ছাগুরাম যে কী চীজ, বোঝে না।

কাটে না সে মনে কোন দাগু,

নতুনেরা বোঝে না, সে ছাগু।

তাই লিখিলাম নম্বর সাত
ছাগুরামকণাধারাপাত।

(ছাগুরামের ভঙ্গি
এই কাব্য লেখার সঙ্গী।
তাই লিঙ্কু দিলাম তুলে
পড়ো তাদের খুলে।
এখনই দাও ঝাঁপ
সামনে আরো কামিঙাপ।)

ছাগুরামকাব্য 01: যাজাকুল্লাহ খাইর

ছাগুরামকাব্য 02: নোয়া ছাগুরাম

ছাগুরামকাব্য 03: মম ললাটে রুদ্র ছাগুরাম জ্বলে, জ্বলে রে!

ছাগুরামকাব্য 04: সারারাত জাগে ছাগু মহা পপুলার

ছাগুরামকাব্য 05. যাস্ট ইগনোর!

ছাগুরামকাব্য 06: বিদ্যা তাহার বাইয়া পড়ে

লিখেছেন মুখফোড় (তারিখ: শুক্র, ০৩/১১/২০০৬ - ১:২৭অপরাহ্ন)

ছাগুরামকাব্য - ০৮ - শাকাহারী জমায়েৎ

মুখফোড়

ছাগুরাম কহে, "ভাই!
সবার উপরে কাঁটাল সত্য তাহার উপরে নাই!"
উটুরাম কহে, "ভ্রাতা!
কেন মিছে বকি তর্ক বাড়াও খেয়ে কাঁটালের পাতা?
মরুর দেশেতে আসা ইস্তক খাই খেজুরের মূল
পাতা নয়, আছে শেকড়ে শক্তি, নেই তাতে কোন ভুল!"
ছানারাম কহে, "কাগু!
ফিরিঙ্গিদের দেশে আসে নাই, তাই বাজে বকে ছাগু।
আঙ্গুরের লতা আঙ্গুরেরর ডালে কী যে মরমিয়া মধু,
খাইলে বুঝিবে কাঁটাল-খেজুর যে-ই লাউ সে-ই কদু।"

ছাগুরাম কহে, "ছানা!
ঘুরিয়াছি আমি কত জঙ্গল, কত ময়দান নানা।
চিবায়া চিবায়া করিয়া দেখেছি পরখ হাজারো পাতা
কাঁটালের কাছে নস্যি সকলই, সব একেবারে যা তা।"

উটুরাম কহে, "বাল!
খেজুর শিকড় খাইলে বুঝিতে উহা কী দারুণ মাল!
মানুষেরা খায় খেজুর পাড়িয়া, আমি খুঁড়ি খাই মূল
মৌলবাদী কি সাধে হইয়াছি রাখিয়া খোতায় চুল?"

ছানারাম কহে, "দাদা!
আঙ্গুরের রস না খাও যদি তো জীবন বৃথাই আধা।

কাঁটালের পাতা খেজুরশিকড় শক্তি যোগাক যত
আবঝাব লেখা কেউ যোগাবে না আঙ্গুররসের মত।"

এইরূপে যত শাকাহারী প্রাণী ব্লগের আসর মাঝে,
নেপথ্যে করে কুপথ্য যত বিষম বিরূপ বাজে,
তাহারই প্রভাবে ব্লগে আসি তারা ত্যাজে ঘনঘন লাদি।
বাখানিয়া তাই আমিও নানান গল্পকবিতা ফাঁদি।

লিখেছেন মুখফোড় (তারিখ: শুক্র, ০১/১২/২০০৬ - ৬:২৪অপরাহ্ন)

ছাগুরামকাব্য ০৯: বাইদ্যাওয়ে (আংরেজি মাধ্যম ছাগু)

মুখফোড়

অনেকেই ভুলে যায়, মেমরিতে নাই কোন দম
ছাগুরাম আংরেজি মাধ্যম।

দিনরাত গিজগিজ নানা আইডিয়্যা
কণিকাকে নিয়া
কাঁটালের পাতা খেয়ে কষখানি লেজে মুছি কয়
আর সহ্য নয়
আংরেজির শেল মারি দুষ্টুদলে করিব বিনাশ
ওরে কে আছিস নিয়ে আয় ঘাস
জলদি আয় লয়ে
এই ফাঁকে কমেন্টিয়া কহে, বাইদ্যাওয়ে, বাইদ্যাওয়ে ...

এলেভেল ওলেভেল ঐসব হাবিজাবি রাখি
ছাগুরাম পড়িয়াছে আংরেজি নিঃসঙ্গ একাকী
তাই কেন্ট হেল্প ইট উগারিয়া কলকল ছলছলছল
(আংরেজি শিক্ষার ফসল)
হুহুঙ্কারে কহে ক্ষিপ্ত হয়ে
মেইল দিলে সিডি দিব পাঠায়ে বাইদ্যাওয়ে ...

লিখেছেন মুখফোড় (তারিখ: বুধ, ২০/১২/২০০৬ - ৮:৪৬অপরাহ্ন)

ছাগুরামের লঙ্কাকান্ড

মুখফোড়

ছাগুরাম গভীররাতে যুদ্ধঘোষণা করিল কতিপয় মানুষের বিরুদ্ধে। কারণ তাহারা অনেকেই তখন ঘুমাইয়া। তাই ছাগুও তাহাদের নামে কল্পনামিশ্রিত লাদিবিষ ঢালে ধুমাইয়া।

দেখিতে হইবে, পৃথিবী গোল। আজকাল ইহা দেখা যায়। পূর্বে দেখা যাইত না।

গোল পৃথিবীতে ছাগুর ঘেসো জমিতে তখন গভীর রাত হইলেও পূর্ব দিকে দক্ষিণ মহাদেশে তখন ভোর। আর পশ্চিম দিকে পবিত্রভূমিতে একটি মদিনাবাসী উটুরামও বিনিদ্র রজনী জাগিয়া রহিয়াছে। কারা যেন সেইখানে কম্পিউটার টিপিয়া টিপিয়া ছাগুকে চুপি চুপি কী কী পরামর্শ দেয়। মওদুদীর নীলনকশা খুলিয়া দেখায়, কী রূপে ধর্ম লইয়া ধমকাধমকি করিয়া চরদখল পদ্ধতিতে ব্লগে একটা গন্ডগোলের সৃষ্টি করা যায়। সত্য, যুক্তি ও ন্যায়ের পথে যখন ছাগুরাম-উটুরাম-কাঙুরামের দল সুবিধা করিতে পারে না, তখন জোশিলা জঙ্গ-ই একমাত্র উপায়।

ছাগুরাম ছাগু বলিয়াই দুধ না খাইয়া নাচে। জিজ্ঞাসিলে বলে, অপরে দুদু খাইতেছে তা দেখিয়া প্রাণে স্ফূর্তি সঞ্চারিত হইয়াছে, তাই নাচি। তাই ধমকটিও জোটে তাহার সংকীর্ণ কপালে। বকাঝকা জোটে সব ছাগুর ঝোলায়, ঘাস জমা হয় গিয়া উটুর গোলায়। কাঙু হাসে সব দেখে, আরও হাসে উটু, ছাগুরাম চটেমটে খায় লুটুপুটু। ওয়া হাসে মিটিমিটি স্বনামে বেনামে, পাবলিক জানে তারা দক্ষ আকামে।

ছাগুরাম এর আগেও মানুষের বিরুদ্ধে অনেক ভুয়া অভিযোগ উত্থাপন করিয়া ধরা খাইয়াছে। তাহার বুদ্ধিসুদ্ধি সীমিত বলিয়া সকলেই সস্নেহ ভর্ৎসনা করিয়া ছাড়িয়া দিত। ছাগু হইলেও সে ছিল সকলের আদরের পাত্র। কিন্তু অবোধ ছাগু পরের বুদ্ধিতে নাচিতে

গিয়া এখন ব্যাপক জনবিরক্তির শিকার হইয়াছে।

ছাগুরামদের মঙ্গলের দায়িত্ব মানুষের ওপরেই। আল্লাহ যেন তার সুমতি দান করেন, যেন শরৎচন্দ্রের আদলে তাহাকে লইয়া "(ছাগ)ুরামের সুমতি" উপন্যাস রচনা করা যায় ভবিষ্যতে, সেই প্রার্থনাই করি।

লিখেছেন মুখফোড় (তারিখ: সোম, ১৩/১১/২০০৬ - ১১:০৩অপরাহ্ন)

শেষ পৃষ্ঠা

পড়ে ভাল লাগলে বই কিনে রাখুন।

□ করোনার প্রকোপের সময় বানানো বইগুলি। সবাই সুস্থ থাকুন, সুস্থ রাখুন।

আরও বই ⏬

টেলি বই